143

ভোরের কাগজ

তারিখ 21 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ৭

# ছাত্রী নির্যাতনের জন্য অভিযুক্ত সকল শিক্ষকের বিচার দাবি

*ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ, উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও*

**বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নির্যাতনের দায়ে অভিযুক্ত সকল শিক্ষকের বিচার দাবি করেছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। গতকাল তারা এ দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল-সমাবেশ এবং উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করেছে। সমাবেশে ছাত্রী নিপীড়নের জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত শিক্ষক শাহীদুজ্জামানের চূড়ান্ত বরখাস্তেরও দাবি জানিয়েছে।

উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাওকালে উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরী প্রমাণসাপেক্ষে অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। অধ্যাপক শাহীদুজ্জামান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে। তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, অভিযোগ পাওয়া গেলে সব শিক্ষকের বিরুদ্ধেই তদন্ত হবে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের ধৈর্যধারণ এবং আন্দোলন বন্ধ রাখার আহ্বান জানান। উপাচার্যের বক্তব্যে ছাত্রছাত্রীরা সন্তুষ্ট হয়নি। তারা স্লোগান দিতে দিতে উপাচার্যের কার্যালয় ত্যাগ করে।

উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাওয়ের আগে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রছাত্রীরা সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রূপা, মণি, বহ্নি ও মিকি। তারা বলেন, শিক্ষক নামধারী ছাত্রী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সময় এসেছে। মেয়েরা ঘরে-বাইরে, এমনকি শিক্ষকদের দ্বারাও লাঞ্ছিত হচ্ছে। এভাবে চলতে পারে না।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শাহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে লোক প্রশাসনের জনৈক ছাত্রী অশোভন আচরণের লিখিত অভিযোগ আনে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি প্রাথমিকভাবে শাহীদুজ্জামানকে দোষী সাব্যস্ত করে। তাকে সাময়িকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম।

## জহুরুল হক হল থেকে বিতাড়িতরা কালও হলে ফিরতে পারেনি

**বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জহুরুল হক হল থেকে বিতাড়িত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা গতকাল রোববার হলে উঠতে পারেনি। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তেমন কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না বলে বহিষ্কৃতরা অভিযোগ করেছে।

জহুরুল হক হল থেকে বিতাড়িত ছাত্রলীগ কর্মীরা জানায়, গত শনিবার শামীম গ্রুপের বহিরাগত মিজান আরো কিছু বহিরাগতকে নিয়ে গত শনিবার হলে হামলা চালায়। তারা হলের ছাত্রলীগ সভাপতি বাবুসহ কয়েকজনকে হল থেকে বের করে দেয়।

এদিকে শামীম আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বাবুর কয়েকজন বহিরাগত বন্ধুকে হল থেকে হলেরই সাধারণ ছাত্ররা বের করে দিয়েছে। বাবু নিজেও হল ছেড়ে চলে গেছে। এ নিয়ে কোনো সংঘর্ষও হয়নি।

জহুরুল হক হলের কর্তৃত্ব নিয়ে শামীম আহমেদ ও বাবুর মধ্যে কোন্দলের জের ধরে শনিবারের ঘটনা ঘটেছে। বাবু ও তার সঙ্গীরা বর্তমানে মহসীন হলের বর্ধিত ভবনে অবস্থান করছে।

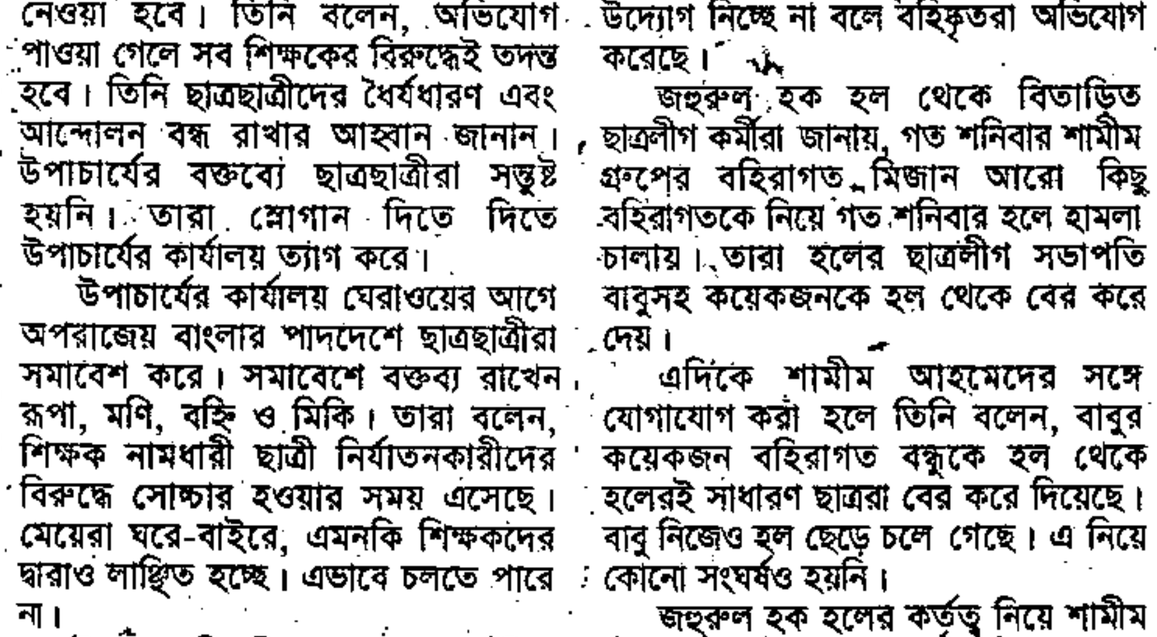

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ওপর শিক্ষকদের যৌন নির্যাতনের ঘটনার বিচার দাবিতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা গতকাল রোববার উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করে — ভোরের কাগজ*